সংবাদ

তারিখ 15 FEB 2014
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ

অভিভাবকের অসচেতনতায় বিপুলসংখ্যক শিশু শিক্ষা থেকে বঞ্চিত

রাকিব উদ্দিন, সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ থেকে ফিরে

স্কুল স্বল্পতা, অভিভাবকের সচেতনতার অভাব, ধর্মীয় কুসংস্কার ও পাথর উত্তোলনের কাজে শিশুদের ব্যবহারের কারণে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার বিপুলসংখ্যক শিশু শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। শিক্ষার প্রাথমিক স্তরও অতিক্রম করতে পারছে না এ এলাকার বিপুলসংখ্যক শিশু। জেলা সদর থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত এই উপজেলার ১৫৯টি গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে মাত্র ৭২টি। এর মধ্যে ৬২টি সরকারি ও সাতটি নন-রেজিস্টার্ড এবং বাকিগুলো কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ প্রকল্পের আনন্দ স্কুল।

কিন্তু বেহাল যোগাযোগ ব্যবস্থা, সরকারি সুযোগ-সুবিধার স্বল্পতা ও স্থানীয় প্রশাসনের অবহেলার কারণে সরকারি বিদ্যালয়ের প্রতি অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রীদের পাঠলাভের আগ্রহ কমে যাচ্ছে। তবে বিনামূল্যে শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ ও পাঠদান সুবিধাবঞ্চিত গ্রামে বিদ্যালয় চালুসহ প্রত্যেক গ্রামে নিয়মিত অভিভাবক সভা করে পিছিয়ে পড়া গ্রামগুলোর শিশুদের বিদ্যালয়মুখী করতে সক্ষম হচ্ছে বেসরকারি সংস্থা 'ব্র্যাক'। কোম্পানীগঞ্জের বিভিন্ন গ্রামের বিভিন্ন স্কুলের কার্যক্রম পরিদর্শন করে এ তথ্য পাওয়া যায়। 'ব্র্যাকে'র প্রচেষ্টায় পিছিয়ে পড়া গ্রামগুলোতে শিক্ষার আলোয় উদ্ভাসিত হচ্ছে দরিদ্র ও হতদরিদ্র পরিবারের শিশুরা।

কোম্পানীগঞ্জের ভাঁঠালবাড়ী গ্রামের ব্র্যাক বিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থীর অভিভাবক সাদ্দাম হোসেন জানান, 'আমাগো গ্রামে পড়া-লেহার কোন ব্যবস্থা ছিল না। ব্র্যাক স্কুল চালু করায় পোলাকে লেহা-পড়া করাইতেছি। তা না হইলে পোলাকে মদ্রাসায় দিতাম।'

গ্রামের লোকজন জানান, 'মদ্রাসার শিক্ষকরা আগে গ্রামে গ্রামে ঘুরে ছেলেমেয়েদের স্কুলে ভর্তি করত। তাদের চাপিয়ে দেয়া নিয়মানুযায়ী ভর্তি ফি দিতে হতো, সরকারি বই চড়া দামে কিনতে হতো, নিয়মিত মাসিক বেতনও দিতে হতো বেশি। যারা দূরের গ্রামে গিয়ে সাধারণ স্কুলে ভর্তি হতো তাদের খ্রিস্টানদের অনুসারী বলত মদ্রাসার হুজুররা। ধর্মের দোহাই দিয়ে দরিদ্র পরিবারের সন্তানদের মদ্রাসায় ভর্তি করতে বাধ্য করত ধর্মযাজকরা।' এখন সেই চিত্র পাল্টে যাচ্ছে। অবহেলিত গ্রামের শিশুরা ঝুঁকছে সাধারণ স্কুলের দিকে। ভাঁঠালবাড়ী গ্রামের অপর একটি ব্র্যাক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থী তাহমিনা আক্তার বলে, 'আমাগো স্কুলে ভালো পড়ায়, কিন্তু কোন বেতন লাগে না। আর বই, খাতা, পেন্সিল দেয়, কোন টাকা লাগে না। সহাল-১০টা থেকেই বিহান-৪টা পর্যন্ত নিয়মিত ক্লাস হয়।' কোম্পানীগঞ্জে স্কুলের সংখ্যা কম থাকার বিষয়ে স্থানীয় লোকজন জানায়, ওই এলাকায় প্রকৃত স্থানীয় মানুষ কম। কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, সুনামগঞ্জ, কিশোরগঞ্জের লোকজনই বেশি। তারা এখানে পাথর উত্তোলন ও সরবরাহের ব্যবসা করে। এই এলাকা পাথরের জন্য বিখ্যাত। পাথরের ব্যবসা করতে এসে বিভিন্ন জেলার লোকজন পতিত ও খাস জমি দখল করে বাড়ি-ঘর নির্মাণ করছে। আর পাথর উত্তোলনের কাজে তারা স্থানীয় দরিদ্র পরিবারের শিশুদের দৈনিক ৩০০ থেকে ৪০০ টাকা হারে মজুরি খাটাচ্ছে। এতে পারিবারিক দৈন্যদশা ও অর্থের লোভে পড়ে অভিভাবকরাও সন্তানদের পাথরের ব্যবসায় নিয়োজিত করছেন।

দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া পরিবারের শিশুদের শিক্ষার আওতায় আনতে ব্যাপক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে 'ব্র্যাক'। সংস্থাটি কেবল কোম্পানীগঞ্জেই ৭৩টি বিপিএস বা ব্র্যাক প্রাইমারি স্কুল এবং ২৫টি প্রি-প্রাইমারি স্কুল প্রতিষ্ঠা করে বিনামূল্যে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এর মধ্যে বিপিএসে মোট এক হাজার ৯০৯ জন ছাত্রছাত্রী পাঠলাভের সুযোগ পাচ্ছে। এতে এই এলাকায় শিক্ষায় ঝরে পড়ার হার কমছে। বাড়ছে শিক্ষার হার।

একটি গবেষণা সংস্থার পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, সিলেট বিভাগে গড়ে ৩২ দশমিক ৮ শতাংশ শিশু বিদ্যালয়ে যায় না। এর মধ্যে সিলেট বিভাগের কিছু জেলা ও উপজেলায় এই হার ৩২ দশমিক ৮ শতাংশের অনেক বেশি। অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিক কারণের পাশাপাশি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপদতার কারণেও এসব এলাকার শিশুদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে অনীহা দেখায় অভিভাবকরা।

ব্র্যাকের স্থানীয় কার্যালয়ের কর্মকর্তারা জানায়, দুর্গম এলাকার সামাজিক প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের মাধ্যমে প্রাথমিক স্কুলে ভর্তির হার বৃদ্ধিতে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি এবং সিলেট বিভাগের দুর্গম এলাকায় স্থানীয় প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির সহায়ক পরিবেশ তৈরি করাই সংস্থাটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

এ বিষয়ে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মো. আনোয়ারুল ইসলাম বলেন, 'সরকারের পাশাপাশি এই উপজেলার শিক্ষাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষাদানে কাজ করছে ব্র্যাকসহ অন্য এনজিও। এছাড়াও গত বছর এই এলাকায় ৫০টি আনন্দ স্কুল চালু করা হয়েছে। এবার আরও ৮০টি আনন্দ স্কুল চালুর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।'